যায়যায়দিন

তারিখ 18 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

াবারও অনিশ্চয়তার মুখে রাবির ৫ হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ

রুজ্জামান শাহীন রাজশাহী

বারও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লো শাহী ইউনিভার্সিটির প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রীর শিক্ষা জীবন। দেশের চলমান হুর পরিস্থিতির কারণে ঈদুল ফিতরের দুই দফায় বাড়ানোয় এ অনিশ্চয়তা দেখা য়ছে। অনির্ধারিত এ ছুটির কারণে অন্তত টি বিভাগের অনার্স ফাইনাল ও মাস্টার্স ীক্ষা পিছিয়ে গেছে। এসব পরীক্ষা বর্তী সময়ে কখন নেয়া সম্ভব হবে, তাও ষ্ট করে বলতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। ফলে বর্ধমান সেশনজটে নতুন মাত্রা যোগ া বলে মন্তব্য করেন শিক্ষার্থীরা।

কার্থীদের সঙ্গে আলাপকালে তারা বলেন, বিদায়ী জোট সরকারের আমলে ২০০৩ লের ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজশাহী নিভার্সিটিতে সেশনজট ছিল না বললেই া। বেশ কিছু বিভাগ গর্ব করে সংবাদ ম্মলনের মাধ্যমে ওই সময় ঘোষণাও য়ছিল তাদের বিভাগে একদিনও শনজট নেই। কিন্তু সেই গর্ব থাকেনি ১৩ য়ারির পর। ২০০৩ সালের এই দিনে ম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফরম কালো ারে বিক্রিকে কেন্দ্র ছাত্রশিবির ও দলের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর দুই মাস ক্যাম্পাস বন্ধ থাকে। ফলে ার বাড়তে থাকে সেশনজট। এছাড়া দুই বছরে বহুল আলোচিত ৫৪৪ চারী, বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক কর্মকর্তা য়াগ এবং বিরোধী দলের হরতাল-ঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচিকে ঘিরে র্ধারিতভাবে প্রায়ই বন্ধ থেকেছে ম্পাস। এসব কারণে এমনিতেই প্রায় এক বছর সেশনজটের যাতাকলে পড়ে আছে শিক্ষার্থীরা। তার ওপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এসে চলমান অস্থিরতায় দু'দফা ছুটি বাড়ানোয় আবারও এক ধাক্কায় ছয় মাস সেশনজটে পড়তে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিস সূত্রে জানা গেছে, প্রতি বছর অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই তিন মাস জুড়ে অধিকাংশ বিভাগে থাকে অনার্স ফাইনাল ও মাস্টার্স পরীক্ষা। এছাড়া বিভিন্ন ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা থাকে প্রায় সব বিভাগে। এ বছরও ৪৭টি বিভাগের মধ্যে আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত অন্তত ৩০টি বিভাগে ছিল অনার্স ফাইনাল ও মাস্টার্স পরীক্ষা। প্রায় সব বিভাগে ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা ছিল ১৭০টি। এসব পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে ক্যাম্পাস খোলার পর ২ নভেম্বর থেকে। কিন্তু দুই দফায় অনির্ধারিত ছুটি ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোয় এসব পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের একটি সূত্র আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারির আগে এসব পরীক্ষা নেয়া হয়তো সম্ভব হবে না।

এ ব্যাপারে আওয়ামী ও বামপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের সিনিয়র শিক্ষক সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মিজান উদ্দিন জানান, ইউনিভার্সিটি প্রশাসন গণনিয়োগ প্রক্রিয়া অবাধ করার লক্ষ্যেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, ইউনিভার্সিটিতে এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি যে, বন্ধ দফায় দফায় বন্ধ ঘোষণা করতে হবে।